ইউনিট
১৭

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

ভূমিকা

বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রতিটি সুনাগরিকের জন্য একান্ত দরকার। কেননা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের নীতিমালা বা ধরন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশ ও সার্ক।
পাঠ-২ : বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়া।
পাঠ-৪ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ।

পাঠ-১ : বাংলাদেশ ও সার্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সার্কের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ।
- সার্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

বাংলাদেশ ও সার্ক

সার্ক (SAARC)-এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ হল (South Asian Association of Regional Co-operation) 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ।' দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের সমন্বয়ে তাদের নিজেদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষে গঠিত সংস্থাকে সার্ক বলে ।

সার্ক গঠন

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে অঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে মত বিনিময় শুরু করেন । এরূপ আলোচনার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে ১৯৮০ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব উত্থাপন করে । সার্ক গঠনের লক্ষে ১৯৮১সালে কলম্বোতে সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । তাছাড়া নয়াদিল্লীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি নীতিগতভাবে গৃহীত হয় । রাষ্ট্রপতি লে. জেনারেল হুসেইন মো: এরশাদের সরকার আমলে, ১৯৮৫ সালে সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় । বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ হন সার্কের প্রথম চেয়ারপারসন ।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয় । দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধানগণ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেন । এ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয় । বর্তমানে আফগানিস্তানকে সার্কের সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে । ২০১১ সালে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত হয় । বর্তমানে সার্কের সদস্য ৮টি দেশ ।

উদ্দেশ্য

দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে আটটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় । এগুলো হলো : ১. জনজীবনের মানোন্নয়ন , ২. আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, ৩. যৌথ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৪. অপরের সাথে সহযোগিতা , ৫. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, ৬. অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা, ৭. সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিধান, ৮. যৌথ কার্যক্রমের সূচনা ।

সার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক

বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিবেশী দেশগুলো সফরের মাধ্যমে সার্ক গঠনের চিন্তা করেছিলেন । ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের যাত্রা শুরু হয় ।

সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ সর্বদাই প্রস্তুত । জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিসীম । সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ সার্ক ফোরামের প্রতিটি সভায় আগ্রহ ভরে যোগদান করে সর্বপ্রকার শান্তি ও সহযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট নিরসনে বাংলাদেশের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ।

সারসংক্ষেপ

সার্ক ৮টি দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের চালিকাশক্তি । বাংলাদেশ ও সার্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) এক কথায় উত্তর দিন ।

১ । সার্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবক কে?

২ । সার্কের সদস্য সংখ্যা কত?

৩ । সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে কখন গঠিত হয়?

৪ । সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৫ । ২০১১ সালে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । সার্ক কী? সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা কী?

(ক) উত্তরমালা

১ । প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, ২ । ৮, ৩ । ১৯৮৫ সালে, ৪ । ঢাকায়, ৫ । মালে ।

পাঠ-২ বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন ।
- মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি সমাধানের উপায় বলতে পারবেন ।

পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র । এখানকার শতকরা ৮৮ জন লোক মুসলমান । মুসলিম বিশ্ব বলতে বিশ্বের অর্ধশতাধিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহকে বোঝায় । কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করেনি । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে । ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) এর লাহোর সম্মেলনে যোগদান করে ওআইসি-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন তখন থেকে বাংলাদেশ এ সংস্থার অন্যতম সদস্য ।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)

গঠন : ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট পবিত্র আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ১৪টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মিসরে এক সম্মেলনে বসেন । উক্ত বৈঠকে সৌদি আরবের প্রস্তাব মোতাবেক মুসলিম প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরক্কোর রাজধানী রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে বিশ্বের ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগণ যোগদান করেন ।

১৯৭০ সালে জেদ্দায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেদ্দায় ওআইসির সেক্রেটারিয়েট স্থাপিত হয় । মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন । বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্র এর সদস্য ।

উদ্দেশ্য :

ওআইসির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে –

(১) ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি জোরদার করা ।

(২) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ।

(৩) বর্ণবৈষম্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিলোপ করা ।

(৪) ইসলামী পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার সংগ্রামকে সমর্থন করা ।

(৫) মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা ।

(৬) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা ।

(৭) মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বৃদ্ধি করা।

(৮) নিজেদের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম বিশ্বের সৌদি আরব ও সুদান ছাড়া সকল দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে পুণর্গঠনের ব্যাপারে যে সব মুসলিম রাষ্ট্র সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো হলো : কুয়েত, কাতার, ইরাক, আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশসমূহ। ফলে সব মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পাশে থেকে তার সীমিত সম্পদ ও শক্তি কাজে লাগায়। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল বাংলাদেশ সমর্থন করেনি। পরবর্তীকালে ইরাক কুয়েত ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ কুয়েতে সৈন্য প্রেরণ করে দেশটিকে বিপদমুক্ত করার জন্য মাইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য অপসারণে সাহায্য করে। ওআইসির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে বসনিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এভাবে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক কীরূপ? আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। শুধু ভারতের সাথেই নয়, মুসলিম দেশগুলোর সাথেও সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন। এক সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি শুধু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাপানসহ পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়তে থাকে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'লুক ইস্ট' বা 'পূর্বে তাকাও' একটি নীতি প্রবর্তিত হয়। এতে করে বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়া তথা মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন ও জাপানের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ভারত একসময় বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এ অঞ্চলের ভূ এর সমুদ্র সীমায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এশিয়ান হাইওয়েকে নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক করতে চেয়েছে। কিন্তু এতে করে বাংলাদেশের নিরাপত্তাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারত বাংলাদেশকে কয়েক হাজার কোটি টাকার পণ্য প্রেরণ করে কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র কয়েক কোটি টাকার পণ্য। তাই ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভারসাম্যহীন। অথচ মায়ানমার, চীন, থাইল্যাণ্ড, বাংলাদেশের সাথে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়ন ছাড়াও যোগাযোগ, যাতায়াত, লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। এভাবে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে 'লুকইস্ট পলিসি' বা পূর্ব তাকাও নীতি কখন থেকে সূচিত হয় ?

(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯১ (গ) ২০০২ (ঘ) ২০০৩

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ)

পাঠ-৪ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

ভূমিকা

জাতিসংঘ (United Nations Organization) হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের একটি সংস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে জাতিপুঞ্জের পক্ষে যুদ্ধের সম্ভবনা রোধ ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ জন্মলাভ করে।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বর্গের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের ওপর ভিত্তি করেই এ সনদ রচিত হয়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ কারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থাপিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘের জন্ম হয়েছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে। জাতিসংঘ যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

১। শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা।

২। সব মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি জোরদার করা।

৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।

৫। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

৬। সব রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনপূর্বক পরিচালনা করা।

জাতিসংঘের শাখাসমূহ

জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি প্রধান শাখা আছে। এগুলো হলো :

(১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্ত র্জাতিক আদালত এবং (৬) সেক্রেটারিয়েট।

জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানের দখলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে জাতিসংঘের সদস্য পদ পেতে কিছু সময় লাগে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষে বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কার্যক্রমে জাতিসংঘ সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাছাড়া ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। জাপানকে হারিয়ে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।
১৯৯১ সালে মায়ানমার থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আগমন করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তাছাড়া আগ্রাসী ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আহবানে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে। সকল প্রকার বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানে সফলকাম হয়েছে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে যে কোনো সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের প্রতিটি অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়–

(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৪ সালে (গ) ১৯৭৫ সালে (ঘ) ১৯৭৬ সালে।

২। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) ১৯২০ সালে (খ) ১৯৩৯ সালে (গ) ১৯৪৫ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে।

৩। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়েছিল কাকে হারিয়ে?

(ক) জাপানকে (খ) চীনকে (গ) কোরিয়াকে (ঘ) নেদারল্যাণ্ডকে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক)